কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য

ডব্লিউ. পি. এ. নং ২০২২-এর ২৫৬২৬

আই. এ নংঃ ২০২৩-এর সিএএন ১

নিহার কান্তি রক্ষিত এবং অন্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

আবেদনকারীদের পক্ষে	ঃ শ্রী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, শ্রী অনিন্দ্য সুন্দর দাস, শ্রী শৌনক ঘোষ, শ্রী মনসারাম মণ্ডল, শ্রীমতী শ্রীজানি বিশ্বাস
রাজ্যের পক্ষে	ঃ শ্রীমতী অমৃতা পাঞ্জা মৌলিক
ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর পক্ষে	ঃ শ্রী সুমিত কুমার পাঞ্জা শ্রী সৌরভ চৌধুরী
শুনানি শেষ হয়েছে	ঃ ২৩.০৮.২০২৩
রায় হয়েছে	**ঃ ০০.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য ঃ-

১) ডব্লুবিএসইডিসিএল (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড) এর জন্য কাজ করা ঠিকাদাররা ডব্লুবিএসইডিসিএল দ্বারা জারি করা কিছু অফিস আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যেখানে ঠিকাদারদের শ্রমিকরা ডব্লুবিএসইডিসিএল -এর জন্য কাজ করছিল যেখানে সংশ্লিষ্ট সাইটগুলিতে অনুপযুক্তভাবে বন্ধের কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাজ বন্ধ করা হবে।

২) আবেদনকারীরা যুক্তি দিতে চান যে অফিসের আদেশগুলি একতরফা, ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর পক্ষে এবং কার্যত একই অপরাধের জন্য ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করে।

৩) আবেদনকারীদের যুক্তির প্রথম অংশটি হল যে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর আধিকারিকরা কর্মস্থলে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন, যাঁরা ঠিকাদার দ্বারা নিযুক্ত শ্রমশক্তির বিপরীতে প্রযুক্তিগতভাবে সজ্জিত ব্যক্তি। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে ঠিকাদারদের জারি করা লাইসেন্স অনুসারে, ঠিকাদারদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকরা ঠিকাদারদের দ্বারা প্রদত্ত যথাযথ পি. পি. ই (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম) দিয়ে সাইটে প্রবেশ করে ঠিকাদারদের দায়বদ্ধতা শেষ হয়।

৪) দ্বিতীয়ত, বিতর্কিত অফিস আদেশের প্রভাব হল যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ঠিকাদারদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে, এই ধরনের দুর্ঘটনার দায়বদ্ধতা নির্ধারণ না করে। এই ধরনের কালো তালিকা পূর্ব কারণ দর্শানোর নোটিশ বা শুনানির অধিকার ছাড়াই করা হবে। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে যদি ঠিকাদারদের আর কোনও কাজ বরাদ্দ না করা হয়, যেহেতু কাজের প্রকৃতি প্রতিদিনের ভিত্তিতে হয়, তাই এর প্রভাব অনির্দিষ্টকালের জন্য কালো তালিকাভুক্ত হবে।

৫) এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে ঠিকাদার সমিতি এবং ডব্লিউবিএসইডিসিএল এবং অন্যান্যদের সহ সমস্ত অংশীদারদের বৈঠকে একটি চুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে একটি তদন্ত কমিটি থাকবে যা সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ঠিকাদারদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখবে। ডব্লিউবিএসইডিসিএল, ১২ই অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যমে, কমিটি রিপোর্ট জমা না দেওয়া পর্যন্ত অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সম্মত হয়েছিল।

প্রতিবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ৩০শে নভেম্বর, ২০১৮, কিন্তু এখনও তা দাখিল করা হয়নি।

৬) অতএব, আবেদনকারীরা অফিস অর্ডার-ইন-প্রশ্ন বাতিল এবং আবেদনকারীদের কালো তালিকা তুলে নেওয়ার দাবি জানায়।

৭) ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে বলা হয় যে বিষয়টি রাজ্য/ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর নীতিগত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য এটি নিরাপত্তা নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবি করা হয়।

৮) উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ উকিল ডব্লিউবিএসইডিসিএল দ্বারা দায়ের করা বিরোধীদের সাথে সংযুক্ত তালিকাভুক্ত চুক্তিগুলিতে জারি করা কাজের আদেশের শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে এবং বলে যে ঠিকাদারদের জারি করা লাইসেন্স অনুসারে, শ্রমিকদের যথাযথভাবে সজ্জিত করা এবং তারা কোনও নিয়ম লঙ্ঘন না করে তা নিশ্চিত করা ঠিকাদারদের দায়িত্ব।

৯) এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে বিতর্কিত অফিস আদেশগুলি কেবল বিবেচনা করে যে দুর্ঘটনার দায় নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারদের আর কোনও কাজ দেওয়া হবে না এবং কালো তালিকাভুক্তির সমান হবে না। যে কোনও ক্ষেত্রে, যুক্তি দেওয়া হয় যে যথাযথ তদন্ত করার পরেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১০) ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও উল্লেখ করেছেন যে, অফিস আদেশের অধীনে, ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুর্ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়বদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক সময়ের মধ্যে তাদের বরখাস্তও করতে হবে। অতএব, ডব্লিউবিএসইডিসিএল দ্বারা এটি বিতর্কিত যে অভিযুক্ত অফিস আদেশগুলি একতরফা বা অন্যায্য।

১১) ১৭ই মে, ২০১৩ তারিখের অফিস আদেশ এখানে আক্রান্তদের মধ্যে একটি। এর ১.২.৩ এবং ২.৪ ধারাগুলি প্রদান করে যে হাই টেনশন বন্ধের সাথে জড়িত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাজগুলি ঠিকাদারের দক্ষ শ্রমিকদের দ্বারা করা উচিত।

এর অনুচ্ছেদ ৩.৪-এ বিবেচনা করা হয়েছে যে, ঠিকাদার দ্বারা প্রতি ৮ ঘন্টার শিফটে একজন দক্ষ এবং একজন অদক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত করা হবে যাতে চব্বিশ ঘন্টা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায় এবং দক্ষ কর্মীদের পর্যাপ্ত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকে এবং উক্ত ভোল্টেজ বিভাগে কাজ করার বৈধ লাইসেন্স থাকে তা নিশ্চিত করা হবে।

১২) একইভাবে, ধারা ৮.১০-এ ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর দায়বদ্ধতা বিবেচনা করা হয়েছে। এটি সেই আধিকারিকের উপর ব্যক্তিগত দায়িত্ব নির্ধারণ করে যে ঠিকাদারের কাছে পি. পি. ই-গুলি উপলব্ধ থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে অবহিত না করে এবং সংস্থার সুরক্ষা মান না মেনে কোনও শ্রমিক কাজটি গ্রহণ করবে না। তবে, ঠিকাদার সংস্থার সুপারভাইজারকে হাই টেনশন গ্যাং দ্বারা প্রতিদিনের প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কার্য নিবন্ধক বজায় রাখতে হবে। তবে, একই অফিসের আদেশ অনুসারে, যদি শ্রমিকদের কোনও পি. পি. ই না থাকে এবং সুরক্ষার মান পালন না করা হয়, যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে, তবে ঠিকাদারের আদেশ বাতিল করা হবে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

১৩) উপরের অফিস আদেশ ছাড়াও, ১২ই মে, ২০১৭ তারিখের আদেশটিকেও এখানে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এটি ১২ই জুলাই, ২০১০ তারিখের পূর্ববর্তী অফিস আদেশের কথা উল্লেখ করে এবং অনুপযুক্ত বন্ধের কারণে মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রদান করে। সেখানে বিধান করা হয়েছে যে ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে হবে এবং সঠিক লাইন/ফিডার/ফেজ সঠিকভাবে বন্ধ করতে ব্যর্থতার কারণে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটলে, বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের দ্বারা তদন্ত/বিভাগীয় কার্যক্রম মুলতুবি থাকা অবস্থায় কর্মকর্তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হবে, ও

আধিকারিককেও সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হবে।

১৪) একই অফিসের আদেশে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ঠিকাদার সংস্থার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি সংস্থাটি যথাযথ তত্ত্বাবধায়ক কর্মীদের অনুপস্থিতিতে, যথাযথ বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত না করে, বা পি. পি. ই ব্যবহার না করে বা পি. পি. ই-র অনুপলব্ধতা ছাড়াই কাজটি সম্পাদন/রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেয়, অথবা নিয়ন্ত্রক/তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাকে না জানিয়ে কাজটি সম্পাদন করা হয়, তবে সংস্থাটি অবিলম্বে ছুটির তালিকাভুক্ত হবে। তবে, বিভাগীয় ব্যবস্থাপককে দুর্ঘটনার তিন কার্যদিবসের মধ্যে ছুটির তালিকার প্রস্তাব শুরু করতে হবে, যা তথ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

১৫) ২৮শে জুলাই, ২০২২ তারিখের শেষ বিতর্কিত অফিস আদেশে, যার বিষয় ছিল মারাত্মক কাজের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, এটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল যে সাধারণ জনগণের সাথে জড়িত সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার একটি ধারা ছিল যা বিভিন্ন নিরাপত্তা সভা, সেমিনার এবং পি. পি. ই ব্যবহারের দিকনির্দেশনা, যথাযথ বন্ধ গ্রহণ এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্ররোচিত করেছিল, যা এখনও দুর্ঘটনা-মুক্ত পরিবেশ প্রদানের জন্য সম্পন্ন করা যায়নি কারণ অভিযোগ করা হয়েছিল যে অনেক চুক্তি শ্রমিক যারা দৈনিক ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন করে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/সংস্থাগুলি তার/তার শ্রমিকদের সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট সতর্ক ছিল না। অতএব, সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল

তদন্তের কার্যক্রম এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে।

১৬) এই প্রসঙ্গে, আমাদের ২৬শে মার্চ, ২০০৮ তারিখের সার্কুলারটি পরীক্ষা করতে হবে, যা আবেদনকারীদের দ্বারা নির্ভরযোগ্য। আবেদনকারীরা যুক্তি দেখান যে এটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির বোর্ড দ্বারা জারি করা হয়েছিল এবং অফিস অর্ডার জারি করে পৃথক কর্মকর্তাদের দ্বারা ওভাররাইড করা যায় না।

১৭) উক্ত সার্কুলারে দেখা গেছে যে, "শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান" শীর্ষক অধীনে, যদি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা কোম্পানির নিয়োগ/কাজের সময় এবং বাইরে আঘাতপ্রাপ্ত হয় যার ফলে মৃত্যু বা এল. এইচ. এম. বি/উপার্জনের ক্ষমতা হ্রাস পায়, তবে তারা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ (এরপরে "১৯২৩ আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডি. ডি. ও দ্বারা কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রদান করার অধিকারী হবে। এই ধরনের ক্ষতিপূরণ সেই কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোনও বীমা প্রিমিয়াম কোম্পানি অনুমোদন করে না এবং একই সঙ্গে অবহেলা/কর্তব্যে অবহেলা এবং কোনও বেআইনি কার্যকলাপের জন্য হবে, যদি দুর্ঘটনা ঘটে, যে ক্ষেত্রে কন্ট্রোলিং অফিসার অবিলম্বে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে দায়ী ব্যক্তি কোম্পানির একজন কর্মচারী হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা।

১৮) সুতরাং, ২৬শে মার্চ, ২০০৮ তারিখের অফিস অর্ডার অনুসারেও, রিট পিটিশনে আবেদনকারীরা তাদের প্রার্থনায় যা মেনে চলতে চেয়েছেন, ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করার বিধান রয়েছে, যা কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯) আবেদনকারীদের দ্বারা উপস্থাপিত সংশোধিত মাসিক হারের চুক্তিগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, যদি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা কোম্পানির সিস্টেমে কাজ করার সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় যার ফলে মৃত্যু বা উপার্জন ক্ষমতা হ্রাস পায়, তবে ১৯২৩ সালের আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২০) পক্ষগুলির দ্বারা উদ্ধৃত অফিসের আদেশ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে ঠিকাদারদের দায়িত্ব যেখানে কাজ করা হচ্ছে সেই জায়গার প্রবেশ-পয়েন্টে কঠোরভাবে শেষ হয় না। ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর অফিস আদেশ অনুসারে, ঠিকাদারদের তাদের শ্রমিকদের যথাযথ পি. পি. ই সরবরাহ করতে হবে এবং একটি রেজিস্টারও বজায় রাখতে হবে।

২১) যেহেতু ঠিকাদাররা কর্মশক্তি সরবরাহ করছে, তাই তাদের দ্বারা সরবরাহ করা শ্রম আইনে নির্ধারিত যথাযথ সুরক্ষা নিয়ম এবং ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর সুরক্ষা নির্দেশিকা মেনে না চললে তারা সম্পূর্ণরূপে দায় অস্বীকার করতে পারে না।

২২) উপরে আলোচিত বিধানগুলি স্পষ্টভাবে বিবেচনা করে যে ঠিকাদারদের দায়বদ্ধতা কেবলমাত্র শ্রমিক বাহিনীকে পি. পি. ই সরবরাহ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এইচ. টি (উচ্চ উত্তেজনা) দেখাশোনা করার জন্য প্রতিটি ৮-ঘন্টা শিফটের জন্য একজন দক্ষ শ্রমিক।

২৩) নিঃসন্দেহে, ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর কর্মচারী এবং আধিকারিকদের নমনীয়তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তবে, সমস্ত অভিযুক্ত আধিকারিকদের আদেশে এটি একটি সাধারণ কথা যে, ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের মতো একই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

২৪) সুতরাং, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি সরবরাহকারী ঠিকাদার এবং ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর সঠিক দায়বদ্ধতার মধ্যে কোনও স্পষ্ট-সোজা জ্যাকেট বিভাগ নেই।

২৫) এটা মনে রাখতে হবে যে, যদিও ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল হল প্রধান নিয়োগকর্তা, তবুও এটি ঠিকাদারদের কাছে কাজ আউটসোর্সিং করছে, যারা কাজের গুরুত্ব পুরোপুরি জেনে, দক্ষ শ্রমিক সহ শ্রমশক্তিকে পি. পি. ই কিট দিয়ে নিযুক্ত করে। ঠিকাদাররা নিযুক্ত শ্রমশক্তির রেজিস্টারও বজায় রাখে এবং নিশ্চিত করতে হয় যে তাদের শ্রমশক্তি নিরাপত্তা নিয়ম ও নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলে এবং ডব্লিউ. বি. এস. ই. ডি. সি. এল-এর কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করে।

২৬) যেহেতু শ্রমিকরা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দ্বারা সরবরাহ করা হয়, তাই এটা বলা যায় না যে ঠিকাদারদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমশক্তির দ্বারা নিরাপত্তা নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়ে ঠিকাদারদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই এবং দায় সম্পূর্ণরূপে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর উপর ন্যস্ত।

২৭) ঠিকাদারদের দায়বদ্ধতা কাজের শেষ অবধি প্রসারিত হয়, অবশ্যই, শুধুমাত্র সুরক্ষা নিয়ম লঙ্ঘন এবং তাদের শ্রমশক্তির দ্বারা অযাচিত অবাধ্যতার ক্ষেত্রে, যেহেতু শ্রমিকরাই হাতে-কলমে কাজ করে।

সেই সময়ে, ডব্লিউবিএসইডিসিএল সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং তত্ত্বাবধানে তাদের পক্ষ থেকে কোনও অবহেলা থাকলে তা মুক্ত হতে পারে না।

২৮) প্রকৃতপক্ষে, বিতর্কিত অফিস আদেশগুলি স্পষ্টভাবে ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর আধিকারিকদের এবং ঠিকাদারদের সহ-সমান দায়বদ্ধতার পরিকল্পনা করে, যা ঘটতে পারে।

২৯) যাইহোক, অফিস আদেশের একটি স্টিকিং পয়েন্ট হল যে যদিও দায় নির্ধারণের জন্য তদন্ত বিবেচনা করা হয়, তবে এই ধরনের তদন্ত শেষ করার কোনও বাইরের সময়সীমা নেই, এইভাবে এটি ডাব্লুবিএসইডিসিএল এবং তার অনুসন্ধানকারী সংস্থার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে সময়ের জন্য ঠিকাদারদের কাজ বরাদ্দ করা হবে না। কালো তালিকাভুক্তির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে এই ধরনের একতরফা বিচক্ষণতা আইনে অনুমোদিত হতে পারে না, তাও শুনানির কোনও যথাযথ সুযোগ ছাড়াই।

৩০) উপরন্তু, ২০১৮ সালের ৫ই অক্টোবর ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর আধিকারিক এবং যোগাযোগকারী সংগঠনগুলি সহ সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছিল।

৩১) কার্যবিবরণীগুলির ২য় ধারা ইঙ্গিত করে যে, কমিটির ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত পরিসর হল ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর সিস্টেমের সাথে সম্পর্কিত যেকোন ইরেকশন/ও এবং এম কাজ করার সময় ঠিকাদারদের জন্য নির্দেশিকা/নিরাপত্তার কোডের ফ্রেমিং অন্তর্ভুক্ত করা, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের দায় নির্ধারণের স্বার্থে। কমিটির প্রতিবেদনটি, দুর্ভাগ্যবশত, ৩০শে নভেম্বর, ২০১৮-এর মধ্যে জমা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনও জমা দেওয়া হয়নি।

৩২) আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, উক্ত বৈঠকে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে এই ধরনের জমা দেওয়ার সময় পর্যন্ত, ১২ই মে, ২০১৭ তারিখের আদেশ নম্বর ১/২০১৭-এ উল্লিখিত নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিধান অনুসারে কোনও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোনও নতুন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না।

৩৩) বর্তমান বিরোধের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর পরিচালক (এইচ. আর) দ্বারা ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর সমস্ত বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপকদের কাছে একটি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ যেখানে এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, ৫ই অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে, যতক্ষণ না কমিটি তার প্রতিবেদন জমা দেয়, ততক্ষণ ১২ই মে, ২০১৭ তারিখের অফিস আদেশের উল্লিখিত ধারা অনুসারে কোনও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং ১৯২৩ সালের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ডব্লিউবিএসইডিসিএল দ্বারা প্রেরিত পরিমাণের বিপরীতে ঠিকাদারদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে।

৩৪) অতএব, আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়ে ন্যায়সঙ্গত যে ২৮শে জুলাই, ২০২২ তারিখের বিতর্কিত অফিস আদেশ নং পি/৭১ ডব্লুবিএসইডিসিএল দ্বারা প্রদত্ত উক্ত উদ্যোগের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন।

৩৫) উক্ত আপত্তিকর অফিস আদেশে বলা হয়েছে যে, একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, সংস্থা/ঠিকাদারকে অনুমোদিত হারের চুক্তি অনুসারে কোনও নতুন চাকরি দেওয়া হবে না, যদি তার কোনও শ্রম মারাত্মক কাজের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, যতক্ষণ না স্থায়ী তদন্ত কমিটি/বিভাগীয় তদন্তের ফলাফল প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আসে। এই ধরনের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, উক্ত অফিসের আদেশ অনুসারে, তদন্ত কার্যক্রম এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। স্পষ্টতই, এই জাতীয় স্থায়ী তদন্ত কমিটি বা বিভাগীয় তদন্তের সমাপ্তির কোনও বাহ্যিক সীমা নেই।

৩৬) যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে পড়ুন, এইভাবে, ২৮ জুলাই, ২০২২ তারিখের উল্লিখিত অফিস আদেশটি ৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের সভার কার্যবিবরণীতে ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর অঙ্গীকারকে স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে।

ডব্লুবিএসইডিসিএল, একটি সত্তা হিসাবে, এস্টোপেলের মতবাদ দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু ঠিকাদাররা তার ভিত্তিতে ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর পরবর্তী কাজে অংশ নিয়েছিল, সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে তার অপ্রীতিকর অফিস আদেশে অনুরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা থেকে। সুতরাং, আমরা উপরের আলোচনার ভিত্তিতে দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

৩৭) প্রথমত, ৫ অক্টোবর, ২০১৮-এ ঠিকাদার সমিতি এবং ডব্লুবিএসইডিসিএল আধিকারিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক অনুসারে কমিটির দ্বারা একটি রিপোর্ট জমা না হওয়া পর্যন্ত, ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে এখানে প্রদত্ত অফিস আদেশের ভিত্তিতে ডব্লুবিএসইডিসিএল কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না।

৩৮) দ্বিতীয়ত, এ ধরনের প্রতিবেদন দাখিলের পরও কোনো শুনানি ছাড়া ঠিকাদারদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা যাবে না।

৩৯) সুতরাং, ন্যায়বিচারের জন্য, জননিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং পক্ষের স্বার্থের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৪০) তদনুসারে, ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ নং ২৫৬২৬ এবং ২০২৩ সালের সিএএন১ নিষ্পত্তি করা হয়েছে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহঃ

(i) ২৮শে জুলাই, ২০২২ তারিখের আপত্তিকর অফিস আদেশটি বাতিল করা হয়েছে;

(ii) ডব্লুবিএসইডিসিএল আবেদনকারী এবং অন্যান্য ডব্লুবিএসইডিসিএল তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কালো তালিকাভুক্তির কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকবে, ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর ১৭ই মে, ২০১৩ এবং ১২ই মে, ২০১৭ তারিখের ডব্লিউবিএসইডিসিএল -এর অফিস আদেশের ডব্লিউবিএসইডিসিএল আধিকারিক এবং তার ঠিকাদার সমিতিগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিটির দ্বারা একটি প্রতিবেদন দাখিল করা পর্যন্ত।

(iii) এই জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে, যদি ইতিমধ্যে না করা হয়, তারিখ থেকে এক পাক্ষিকের মধ্যে, এবং এটি তার প্রতিবেদন দাখিল করবে, যেমনটি ৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখের বৈঠকে বিবেচনা করা হয়েছে, তার চার সপ্তাহের মধ্যে;

(iv) এই ধরনের প্রতিবেদন দাখিলের আগে ও পরে উভয় ক্ষেত্রেই ডব্লিউবিএসইডিসিএল নিশ্চিত করবে যে, ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর কর্মস্থলে হাই টেনশন লাইন ও যন্ত্রপাতি অনুপযুক্তভাবে বন্ধ হওয়ার কারণে ঘটে যাওয়া প্রতিটি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত করা হবে। প্রতিটি দুর্ঘটনার জন্য চার সপ্তাহের বাইরের সীমার মধ্যে ফলস্বরূপ প্রতিবেদন জমা দেওয়া সহ এই ধরনের তদন্ত শেষ করা হবে।

(v) ডব্লিউবিএসইডিসিএল, এই ধরনের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে, আইন অনুসারে এবং তাদের নিজস্ব নির্দেশিকার শর্তাবলী অনুসারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের পাশাপাশি তার নিজস্ব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। তবে, এই ধরনের প্রতিবেদন দাখিল না হওয়া পর্যন্ত, ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে না এবং/অথবা ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর জন্য আরও কাজ করতে বাধা দেওয়া হবে না।

(vi) যদি ডব্লিউবিএসইডিসিএল এই ধরনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের সহ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়, একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ,

এবং অভিযুক্ত ঠিকাদারকে ডব্লিউবিএসইডিসিএল দ্বারা নির্ভর করতে চাওয়া হলে রিপোর্টের অগ্রিম কপি এবং অন্য কোনো নথি প্রদানের পরে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে শুনানি দেওয়া হবে।

৪১) খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

৪২) জরুরী প্রত্যয়িত সার্ভার কপি, আবেদন করা হলে, যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা সম্মতির ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে জারি করা হবে।

(বিচারপতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly